আত্মকাহিনী [পূজো পর্ব]

▣ সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য

১৪২৫ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ২০১৮, ৮ই অক্টোবর।
মহালয়ার সকাল। ঘড়িতে ৭টা ০৫।
আধ ঘন্টা ধরে কিছু একটা ভেবে যাচ্ছি। ভাবনাটা অবশ্য আজকের দিনের প্রাসঙ্গিক-মহালয়ার ভোর, পূজো, নতুন জামার গন্ধ, শিউলি কুঁড়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি; সব কিছু মিলিয়ে মন অতীত ও বর্তমানে বিচরন করে জাচ্ছে।
পড়াশুনার সুত্রে বাইরে থাকলে মনে বেশ একটা প্রবাসী বাঙালী সেন্টিমেন্ট কাজ করে বিশেষ করে মহালয়ার ভোরে।
ছোটবেলায় মহালয়া নিয়ে বেশ একটা আলাদা উত্তেজনা কাজ করতো; "মা আসছেন"- তার প্রথম ছোঁয়ার অনুভবে।
ভোরে উঠার জন্য আগের দিন অ্যালার্ম দেওয়ার দায়িত্ব,
পরেরদিন সেই ৪ ঘটিকায় অনেক কষ্টে মিষ্টি ঠান্ডার মধ্যেও বিছানা ত্যাগ, কুয়াশার চাদরে ঢাকা রাস্তায় প্রাতঃভ্রমণ, শিশিরে ভেজা শিউলি কুঁড়ানো, কালীবাড়ি দর্শন, কালীদীঘি প্রদক্ষিন আর সব শেষে বাড়িতে এসে মা-র হাতের দুধের চা সাথে সপরিবারে কাঁথার নীচে থেকে বীরেন্দ্রকিশোর ভদ্রের মহালয়া শোনা- সব মিলিয়ে পুজোর বেশ একটা আগাম প্রস্তুতির আমেজ কাজ করতো।
কিন্তু, এখন এমন একটা আমেজ কাজ করে না;
মহালয়ার ভোর যে কবে ১০টা-৫টা ঘড়ির কাঁটায় মিশে গেলো বুঝে উঠতে পারি না,
কুয়াশা কখন যে উরে গেলো রৌদ্রের তাপে তা বোধগম্য হয় না,
কত শিউলি যত্নের অভাবে পায়ে পিষে গেলো তার খবর রাখিনা,
মহালয়ার চন্ডীপাঠ-টাও এখন শুধু কানে আসে সুদূর কোনো প্যান্ডেল থেকে, বেরঙ রেডিও টাও আর তো শোনায় না;
পরিবারে আমরা সকলেও কেমন যেন একটা যান্ত্রিক হয়ে গেছি, পুজোর চারদিন বাদে বাঙালী পুজো নস্টালজিয়াটা আজ বেমানান ঠেকায়;
পাড়ার পুজোও থিম পুজোর চাকচিক্যের কাছে হার মানছে;
পশ্চিমী চালচলনে অষ্টমী দুপুরের শাড়ীটাও বাদের খাতায় নাম লিখেছে;
নিজ বাড়িতে দশমীর মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজনটা প্রয়োজনের অভাবে দামী রেস্তোরার ডিসে রুপান্তরিত হয়েছে।
এসবই ভাবছি ঠিক তখনই পাশে রাখা ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো।

"...বাজলো তোমার আলোর বেণু..."
"হ্যাঁ মা...বলো।"
"কিরে উঠেছিস নাকি ঘুমে আজও।"
"আরে না! উঠেছি।"

"যাক...মা দুগ্‌গা আসছেন তাহলে...হা-হা-হা। কিছু খেয়েছিস ? খেয়ে নে মা।"
"খাবো। কি করছো তোমরা?"
"এইতো আমি আর তোর বাবা চা খেতে খেতে মহালয়া শুনছি। তুইও খেয়ে নে মা।"
".....মা তোমার চা আজ খুব মিস করছি।"
"হায়রে পাগলী মেয়ে আমার। সপ্তমীতে আসছিসই তো। আসলে খাবি ....."

মা-র সান্ত্বনা পেয়ে কিছুটা মন হালকা লাগলো। কিছু জিনিস এখনো বদলাই নি আর হয়তো বদলাবেও না। মা-র আদর, মা-র চা, মা-র আগমনীর গান, মহালয়ার ভোর, পূজোর আয়োজন, আর বাঙালি নস্টালজিয়া-বদলাবে না; সময়ের সাথে নমুনা পরিবর্তন হলেও কিছু জিনিস সম্পূর্ণ ভাবে বদলায় না, ভিত্তিটা থেকে যায় অপরিবর্তনীয়।